

### ধ্বনি (Sound)

সাধারণত ইংরেজিতে Sound বলতে আমরা যা বুঝি বাংলায় ধ্বনি বলতে তা-ই বোঝায়। ব্যাপক অর্থে পাখির কলধ্বনি, হাততালির শব্দ, বংশীধ্বনি থেকে শুরু করে মানুষের মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনি পর্যন্ত সবকিছুই ধ্বনি বা Sound। কিন্তু ভাষাবিজ্ঞানে এই সব রকমের ধ্বনি বা Sound আলোচ্য নয়। মানুষের বাগ্যব্দের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিই শুধু আলোচ্য। ফুসফুস তাড়িত বাতাসের নির্গমনের ফলে সাধারণত ধ্বনির সৃষ্টি হয়।

ভাষার মূল উপাদান ধ্বনি। এক-এক রকম ধ্বনিসমষ্টি নিয়ে এক একটি ভাষা এবং নানা দেশের নানা ধ্বনিমূলের সমষ্টি নানান ভাষা। যেমন- বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, জার্মানী নানা দেশে নানা ভাষা প্রচলিত।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এর মতে, “কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে (word) বিশ্লেষণ করিলে আমরা কতকগুলো ধ্বনি (Sound) পাই।”

মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, “মানুষের সঙ্গে মানুষের সামাজিকতা বজায় রাখতে হলে তার প্রধান উপায় কথা বলা, মুখ খোলা, আওয়াজ করা।... সে আওয়াজ বা ধ্বনিগুলোর একমাত্র শর্ত হচ্ছে যে সেগুলো অর্থবোধক হওয়া চাই। অর্থহীন ধ্বনিও মানুষ করতে পারে কিন্তু তাতে সমাজ-জীবন চলে না।”

ড. হুমায়ুন আজাদ এর মতে, “প্রতিটি মানব-ভাষায় থাকে একগুচ্ছ ধ্বনি, সাধারণত বারোটটির বেশি ও ষাটটির কম। কোনো ভাষায়ই নেই অসংখ্য বা বিপুল সংখ্যক ধ্বনি। ওই মুষ্টিমেয় ধ্বনির বিভিন্ন বিন্যাসে গ’ড়ে ওঠে ভাষার বিপুল পরিমাণ শব্দ। প্রতিটি ভাষার নিজস্ব ধ্বনিরাশির প্রত্যেকটির যেমন থাকে তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, তেমনি ওই ধ্বনিরাশি পরস্পরের সঙ্গে সহাবস্থান করে সুশৃঙ্খল ধ্বনিতাত্ত্বিক নিয়মকানুন মেনে। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষার রয়েছে ধ্বনিশৃঙ্খলা বা ধ্বনিসংগঠন।”

ব্যাকরণের ভাষায়, “মনের ভাব প্রকাশের জন্য মুখ থেকে যে অর্থবোধক আওয়াজ বা শব্দ বের হয় তাকে ধ্বনি বলে।”

### বর্ণ (Letter)

যে-সব প্রতীক বা চিহ্ন দিয়ে ধ্বনি নির্দেশ করা হয় তাকে বর্ণ বলে। যেমন- অ, আ। ধ্বনি মুখে উচ্চারিত হয়। তারই লিখিত প্রতীক হলো বর্ণ। বর্ণ ধ্বনির লিখিত রূপ। ধ্বনি আমরা মুখে উচ্চারণ করি, কানে শুনি কিন্তু চোখে দেখি না। বর্ণ আমরা চোখে দেখি এবং নীরব বা সরবে পড়ি।

ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এর মতে, “যে ধ্বনি কানে শোনা যায়, তাকে নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে প্রত্যক্ষ বস্তুর রূপে চোখের সামনে তুলে ধরা হয়। ধ্বনির এই লিখিত রূপ বা চিহ্নকে বলে বর্ণ।”

### অক্ষর (Syllable)

সাধারণত অর্থে অক্ষর বলতে বর্ণ বা হরফ কে বোঝালেও প্রকৃত প্রস্তাবে অক্ষর ও বর্ণ পরস্পরের প্রতিশব্দ বা সমার্থক শব্দ নয়। অক্ষর হচ্ছে বাগ্যব্দের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ। ইংরেজিতে আমরা যাকে Syllable বলে অভিহিত করি তাই অক্ষর। যেমন- বাংলায় ‘বন্ধন’ শব্দেও বন্+ধন্ এই দুটো অক্ষর, কিন্তু ব-ন্-ধ-ন্- এগুলো অক্ষর নয়; এগুলো বর্ণ বা হরফ মাত্র।

মুহাম্মদ আবদুল হাই বলেছেন, “নিঃশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃস্পন্দনের ফলে (by a single breath pulse) যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলা যেতে পারে।”

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, “এক প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনিসমষ্টির নাম অক্ষর।”

শ্রী অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন, “বাগ্যব্দের স্বল্পতম প্রচেষ্টায় উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকেই অক্ষর বলে।”

ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে, “কোনও শব্দে যখন যে ধ্বনিসমষ্টি এক সময়ে একত্রে উচ্চারিত হয়, তাকেই অক্ষর বলে।”